উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ৯
সংখ্যা ৩
জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০১০

জাতীয় বৃক্ষ রোপন অভিযান ২০১০ পালিত

দেশের প্রতি জন নাগরিককে নূন্যতম পক্ষে ৩ টি করে গাছের চারা রোপনের আহ্বানের মধ্যে দিয়ে গত জুলাই - সেপ্টেম্বর মাসে সারাদেশে একযোগে পালিত হয়ে গেল জাতীয় বৃক্ষ রোপন অভিযান ২০১০। সরকারের বন বিভাগের পাশাপাশি অন্যান্য বিভাগ ও সংস্থা এবং বেসরকারী -স্বেচ্ছাসেবী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ সরকারের প্রচেষ্টার সাথে একাত্মতা পোষণ করে বৃক্ষ রোপন ও গাছের চারা বিতরণ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। ঘাসফুল সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর আওতায় চট্টগ্রাম জেলার ৩ টি উপজেলায় যথাক্রমে হাটহাজারী, পটিয়া ও আনোয়ারায় স্কুল শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। কর্মসূচীর অংশ হিসেবে হাটহাজারী পশ্চিম চারিয়া কাজীপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, আনোয়ারা বহুমুখী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ও পটিয়া উপজেলায় ঘাসফুল ইএসপি স্কুলের শিক্ষার্থী এবং ঘাসফুল সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের উপকারভোগি সদস্যদের মাঝে পেয়ারা, জলপাই, আমলকি, জাম্বুরা, নিম সহ ফলজ,বনজ ও ঔষধি জাতের ৬ হাজার গাছের চারা বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, স্থানীয় জনগোষ্ঠি এবং ঘাসফুল পরিবারের সদস্যদের ব্যাপক উৎসাহ ও উৎসবের আমেজ নিয়ে জাতীয় বৃক্ষ রোপন অভিযান ২০১০ সম্পন্ন হয়। গত ৩১ জুলাই হাটহাজারী উপজেলার পশ্চিম চারিয়া কাজীপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ কর্মসূচী পালনের মধ্যে দিয়ে ঘাসফুলের উদ্যোগে জাতীয় বৃক্ষ রোপন অভিযান ২০১০ এর কার্যক্রম শুরু হয়। হাটহাজারী উপজেলার নির্বাহী অফিসার শেখ ফরিদ আহমেদ উক্ত কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন। পটিয়া উপজেলার কালারপোল পুলিশ ফাঁড়ি সংলগ্ন ঘাসফুল কালারপোল শাখার সম্মুখ স্থলে অনুষ্ঠিত বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ কর্মসূচীতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পটিয়া উপজেলার নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ আবুল হোসেন। গত ১১ আগস্ট আনোয়ারা বহুমুখী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন এডভোকেট আব্দুল জলিল চৌধুরী স্মৃতি মিলনায়তনে বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ কর্মসূচী পালন করা হয়।

(বিস্তারিত ৩ এর পাতায়)

হাটহাজারী উপজেলায় আয়োজিত কর্মসূচীতে বক্তব্য রাখছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোহাম্মদ আবুল হোসেন

ঘাসফুল আয়োজিত চারা বিতরণ কর্মসূচীতে বক্তব্য রাখছেন পটিয়া উপজেলার নির্বাহী অফিসার জনাব শেখ ফরিদ আহমেদ

শিশু আনন্দ মেলা ২০১০ সম্পন্ন

পুরস্কার বিতরণী সভায় অতিথিদের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন ঘাসফুল শিক্ষার্থীরা

চট্টগ্রাম শিশু একাডেমী আয়োজিত শিশু আনন্দ মেলা ২০১০ গত ১৫- ১৭ জুলাই চট্টগ্রাম শিশু একাডেমী প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচীর মধ্যে ছিল আলোচনা সভা, উপস্থিত বক্তব্য ও নাট্য প্রতিযোগিতা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের উদ্যোগে গত জুলাই মাসে সারাদেশ ব্যাপী শিশু আনন্দ মেলা পালনের আহ্বান করা হয়। চট্টগ্রামে কর্মরত এনজিও সমূহের সহযোগিতায় চট্টগ্রাম শিশু একাডেমী আয়োজিত মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ সিরাজুল হক খান, মাননীয় বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম। জেলা প্রশাসক জনাব ফয়েজ আহম্মেদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর পরিচালক ফালগুনী হামিদ। আলোচনা সভা শেষে অতিথিবৃন্দ ঘাসফুল স্টল সহ মেলা প্রাঙ্গন পরিদর্শন করেন। মেলার শেষ দিনে বিশেষ আকর্ষন ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাট্য প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী সভা। ঘাসফুলের শিশু শিক্ষার্থীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনের পাশাপাশি "নুর বানু" - নাটক মঞ্চস্থ করে।

ক্ষুদ্র বীমা প্রকল্পে ইনাফি বাংলাদেশ ও ঘাসফুলের যৌথ চুক্তি স্বাক্ষর

স্বাক্ষর প্রদান অনুষ্ঠানে ইনাফি বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক আতিকুন নবী (বাম থেকে ৪র্থ) ও ঘাসফুল প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী (ডান থেকে ৩য়)

ঘাসফুল সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের উপকারভোগীদের আরো অধিকতর হারে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে ইনাফি বাংলাদেশের সহযোগিতায় ঘাসফুল MIME (Micro Insurance Mutual Enabling) প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে হঠাৎ বিপদাপন্নতার ঝুঁকি থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে গত ২ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে ইনাফি বাংলাদেশ ও ঘাসফুলের মাঝে যৌথ সমঝোতামূলক চুক্তি স্বাক্ষর হয়। ইনাফি বাংলাদেশ ও ঘাসফুলের পক্ষ হতে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন যথাক্রমে আতিকুন নবী ও আফতাবুর রহমান জাফরী। চুক্তি স্বাক্ষর কালে ইনাফি বাংলাদেশের অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। চুক্তি শেষে উপস্থিত সকলে প্রকল্পের সফলতা কামনা করেন।

নেস্ট প্রকল্প সংবাদ

লোকাল লোকাল ডায়লগ

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ঘাসফুল পরিচালিত (বাস্তবায়নে ঘাসফুল,ইলমা ও ওয়াচ) নেস্ট প্রকল্পের পরিকল্পিত ২১টি লোকাল লোকাল ডায়লগ গত আগষ্ট - সেপ্টেম্বর ২০১০ মেয়াদে ১৫ টি ওয়ার্ডে অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্প এলাকার ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস, মহল্লা কমিটি অফিস, ক্লাবঘর, স্কুল সেন্টার, বাজার কমিটির অফিস প্রাঙ্গণে ডায়লগ সমূহ অনুষ্ঠিত হয়। পৃথক পৃথক ভাবে অনুষ্ঠিত সভা সমূহে সদ্য সমাপ্ত চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে নির্বাচিত কাউন্সিলর ২ নং ওয়ার্ডের ফরিদ আহম্মদ চৌধুরী, ৬নং ওয়ার্ডের এস এম ইকবাল, ৯নং ওয়ার্ডের আব্দুস সাত্তার সেলিম, ১২ নং ওয়ার্ডের মোহাম্মদ বাবুল হক , ২৭নং ওয়ার্ডের মোহাম্মদ সেকান্দর, ৩০ নং ওয়ার্ডের জহির আহম্মদ চৌধুরী, ৩৬ নং ওয়ার্ডের হাজী জাহাঙ্গির আলম সহ মহিলা কাউন্সিলর রেহানা বেগম রানু, মনোয়ারা বেগম মনি এবং জান্নাতুল ফেরদৌস পপিকে তাঁদের নির্বাচনী এলাকায় পরিচালিত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করা হয়। বঞ্চিত ও শ্রমজীবি শিশুদের জন্ম নিবন্ধন, স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, কর্মএলাকায় ধণাঢ্য ব্যক্তিদের উদ্যোগে স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য উপকরণ সরবরাহ সহ প্রকল্পের অন্যান্য অর্জন সমূহ নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট এলাকার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের প্রধান শিক্ষকবৃন্দ, এনজিও প্রতিনিধি, মহল্লা উন্নয়ন কমিটির উপদেষ্টাবৃন্দ, মেম্বার সহ প্রকল্পের কর্মকর্তা ও পিটিএ সদস্যবৃন্দ সভা সমূহে প্রকল্পের কার্যক্রম আরো অর্থবহ করে তোলার জন্য বিভিন্ন সুপারিশ ও মতামত প্রদান করেন। শিশুশ্রমে নিয়োজিত শিশুদের জন্য ঝুঁকিহীন কাজের পরিবেশ যেমন-কর্মস্থলে নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন, কম শ্রমঘন্টা, অবসর ও বিনোদন এর বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ নিয়ে সভা সমূহে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হয়।

স্বাস্থ্য সেবা ও জন্ম নিবন্ধন

প্রকল্পের আওতাভুক্ত ১৫ টি ওয়ার্ডের ৯১০ জন শিশুর জন্ম নিবন্ধন গত জুলাই - আগষ্ট মাসে সম্পন্ন হয়। স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ কর্মসূচীর অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আরবান হেল্‌থ ও মমতা কর্তৃক ৩৪৭ টি পরিবারকে হেলথ কার্ড প্রদান করা হয়। এর পাশাপাশি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান মমতার উদ্যোগে গত ১৪ আগষ্ট ঘাসফুল কৃষ্ণচুড়া স্কুলের ৫৬ শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে হেল্‌থ চেকআপ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক অরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয় ।

পিটিএ মিটিং

প্রকল্পের আওতাভুক্ত এনএফই (নন ফরমাল এডুকেশন) স্কুলে অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের সকল অভিভাবকদের সাথে স্কুলের এডুকেটর ও প্রকল্প কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ৩০টি পিটিএ (প্যারেন্টস টিচার এসোসিয়েশান) মিটিং গত জুলাই - আগষ্ট মাসে সম্পন্ন হয়েছে। ২য় শ্রেণীর পাঠদান, ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত উপস্থিতি, এলাকায় বিভিন্ন সচেতনমূলক কর্মসূচী পরিচালনা, বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, জন্ম নিবন্ধন, ইভ টিজিংসহ আরো কয়েকটি সমসাময়িক সামাজিক ইস্যু নিয়ে সভায় আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ঘাসফুল এনএফপিই শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব

মো: শফিকুল ইসলাম ২০০২ সালে ঘাসফুল বেপারীপাড়া এনএফপিই (নন ফরমাল প্রাইমারী এডুকেশন) কেন্দ্র থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে। ২০০৩ সালে ঘাসফুল শিক্ষা বিভাগের পরামর্শ ও সহযোগিতায় সে চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ টিএন্ডটি সরকারী কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেনীতে ভর্তি হয়। ৬ষ্ঠ শ্রেনীতে ভর্তি হওয়ার পর থেকে টিউশনির আয় দিয়ে নিজের পড়ালেখার খরচ চালানোর পাশাপাশি সংসারের ব্যায় নির্বাহ করতে হতো। বিভিন্ন বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে শফিকুল ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় চট্টগ্রাম বোর্ডের অধীনে জিপিএ ৪.৬৩ লাভ করে। এস এস সি পাশের পর পরই শফিকুল নিজের স্বপ্নের কথা বলতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার আকাংখা প্রকাশ করেন। ঘাসফুল বার্তা এপ্রিল - জুন ২০০৮ সংখ্যায় প্রকাশিত "আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্নে বিভোর কিশোর শফিকুল" শীর্ষক কেস স্টাডিতে শফিকুল নিজের মনের সুপ্ত বাসনার কথা প্রকাশ করেছিলেন। সেই সুপ্ত বাসনা এখন শফিকুলের হাতের মুঠোয়। সে সর্বশেষ প্রকাশিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে চট্টগ্রাম ওমরগণি এমইএস কলেজ হতে জিপিএ ৪.৫০ লাভ করে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর হতে মেধাবী এই শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার জন্য নিজেকে তৈরী করতে থাকে। দারিদ্র্যের বেড়াজাল ছিন্ন করে সে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় অসামান্য কৃতিত্ব দেখায়। বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ও সামুদ্রিক বিজ্ঞান বিভাগের ভর্তি তালিকায় তার নাম রয়েছে। শিক্ষা জীবনের স্বপ্নকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসা এই শিক্ষার্থী পড়ালেখার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে নিজের পারদর্শিতার স্বাক্ষর রেখেছে। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার পর থেকে সে ঘাসফুল এডোলোসেন্ট সেন্টারের একজন সক্রিয় সদস্য ছিল। শফিকুলের মা সন্তানের এই সাফল্যের জন্য ঘাসফুল সহ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহায়ক, শিক্ষক এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পাশাপাশি সন্তানের ভবিষ্যত সাফল্যের জন্য সকলের দোয়া কামনা করেছেন।

শোক সংবাদ

ঘাসফুলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ সেলিমের পিতা বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্পোরাল (অবসরপ্রাপ্ত) আবদুস ছোবহান (৭০) গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে চট্টগ্রামস্থ নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মরহুম আবদুস ছোবহান ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ১ নং সেক্টরের অধীনে সক্রিয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সক্রিয় যুদ্ধের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের একজন সংগঠক হিসেবে এলাকায় তাঁর খ্যাতি ছিল। ১৯৭৫ সালে অবসর গ্রহণকারী এই সেনা কর্মকর্তা গত ২ বছর ধরে জটিল ব্যাধি লিকুমিয়াতে ভুগছিলেন। ২৬ সেপ্টেম্বর বিকাল ৫ ঘটিকায় জানাজার নামাজের পর রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় পারিবারিক কবরস্থানে মরহুমকে সমাহিত করা হয়। ঘাসফুল পরিবারের সকল সদস্যবৃন্দ মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছেন।

ঘাসফুল বার্তা
বর্ষ ৯, সংখ্যা ৩, জুলাই- সেপ্টেম্বর ২০১০

সম্পাদকীয়

বার্ড ফ্লু-এ্যানথ্র্যাক্স: অতি বানিজ্যকীকরণের ফসল?

বিগত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের গৃহপালিত পশু পাখি বিশেষ করে হাঁস -মুরগী ও গবাদি পশুর উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ২ টি ভয়াবহ আতংকের নাম বার্ড ফ্লু এবং এ্যানথ্রাক্স। স্মরণাতীত কাল থেকে এই ভূখন্ডের অধিবাসীরা মাংস, দুধ ও ডিম দিয়ে নিজেদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করে আসছে। তথাপিও ৮০ এর দশকের আগ পর্যন্ত গৃহপালিত পশু - পাখি থেকেই পুরো চাহিদার যোগান সরবরাহ হতো। সময়ের বিবর্তনে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জনগনের মাঝে পুষ্টি জাতীয় খাদ্য গ্রহনের অভ্যাস বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এর চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই অতিরিক্ত চাহিদার যোগান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন রকম উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিশেষ করে পোলট্রি খামারের আওতায় ব্রয়লার ও লেয়ার উৎপাদন আমাদের দেশে পুষ্টি চাহিদা পূরণে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। পোলট্রি খামারীদের কল্যানেই স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠিও নিয়মিত পুষ্টি গ্রহণের সক্ষমতা লাভ করেছিল। সাথে সাথে দেশের যুবক শ্রেনীর বিশাল একটি অংশ পোলট্রি খামার দিয়ে নিজের ভবিষ্যত গড়ার আশায় এই পেশায় এগিয়ে আসে। পোলট্রি খামারের পাশাপাশি ডেইরী খামারের আওতায় শংকর প্রজাতির গাভীর দুধ এবং গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প দেশের পুষ্টি চাহিদা পূরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলছে। কিন্তু বিগত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা আমাদেরকে আবার নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে। ২০০৭ সালের মার্চ মাসে ঢাকার অদূরে গাজীপুরের একটি খামারে দেশে সর্বপ্রথম বার্ড ফ্লুর সন্ধান পাওয়া যায়। একই বছর ডিসেম্বর মাসে এর প্রাদুর্ভাব খুব দ্রুত সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ডিসেম্বর ২০০৭ - ফেব্রুয়ারী ২০০৮ এই সময়ের মধ্যে দেশের ২৭ টি জেলায় ধ্বংস হয়ে যায় ১ লাখ ৫০ হাজার খামার। ১৫ লক্ষ মুরগী, ডিম ও হাঁস মাটিতে পুতে ফেলা হয়। এই পরিসংখ্যানটি বার্ড ফ্লুর ভয়াবহতা অনুভবের জন্য যথেষ্ঠ। তবে সুখের বিষয় বার্ড ফ্লুর এই ভাইরাস মানব দেহে ছড়িয়ে পড়ার কোন ধরনের উদাহারণ আমাদের দেশে পাওয়া যায়নি। শুধু মাত্র রাজধানী ঢাকার কমলাপুরের এক বস্তিতে ৫-৬ বছর বয়সী একটি শিশু H5N1 ভাইরাসে আক্রান্ত হলেও তড়িত চিকিৎসায় শিশুটি সুস্থতা লাভ করে। সরকার, দাতা সংস্থা ও এনজিও সমূহের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত সচেতনতামূলক কর্মকান্ড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে রাখতে সক্ষম হয়। কিন্তু পোলট্রি খামারের কল্যানে কমদামে পুষ্টি গ্রহণের যে সুযোগ তৈরী হয়েছিল তা আর থাকলোনা। উপরন্ত গৃহস্থালী পর্যায়ে পালনকৃত যে হাঁস-মুরগি অনাধিকাল থেকে আমাদের পুষ্টি চাহিদার নিশ্চয়তা নিয়ে আসছিল তার হারও আশংকাজনক ভাবে হ্রাস পেয়েছে । কিন্তু খুবই সম্প্রতি ঘটে যাওয়া এ্যানথ্রাক্স পরিস্থিতি এক ভিন্ন রুপ নিয়ে আমাদের পুষ্টি চাহিদার অন্যতম প্রধান উৎস গবাদী পশুর মধ্যে দিয়ে মানব দেহে বিস্তার লাভ করে। দেশের উত্তরাঞ্চলীয় জেলা শহর সিরাজগঞ্জে আকস্মিক ভাবে গবাদি পশুর মাঝে এনথ্রাক্স এর লক্ষণ দেখা দিলে ১৫০ টি গবাদি পশু মাটিতে পুতে ফেলার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ৩২৭ জন লোক সংশ্লিষ্ট এলাকায় এ্যানথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। সরকারী তথ্য মতে এই পর্যন্ত দেশের ৮ টি জেলার ১৮ টি উপজেলায় প্রায় ৬ শত মানুষ এবং শতাধিক গবাদিপশু এই রোগে আক্রান্ত হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনার জন্য সরকারী ভাবে রেড এলার্ট জারি করা হয়। আক্রান্ত জেলা সমূহে গবাদিপশুর মাঝে বিতরণের জন্য টিকা, বিভিন্ন স্থানে চেকপোষ্ট বসিয়ে পরীক্ষা সহ আরো বিভিন্ন রকম কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। বার্ড ফ্লু ও এ্যানথ্রাক্স এর আক্রমণ থেকে গবাদি পশু - পাখি এবং দেশের জনগোষ্ঠীকে রক্ষার জন্য এই যাবত গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ পুরোপুরি না হলেও অনেকাংশে প্রশংসার দাবী রাখে। কিন্তু আমাদের পুষ্টি চাহিদার উৎসটিকে রক্ষার জন্য যতাযথ ভাবে প্রতিকারের ব্যবস্থা না করাটা আমাদের কারো জন্য কাম্য হতে পারেনা। গবাদি পশুর রোগ ব্যাধির সাথে আমাদের দেশের মানুষ বহুকাল আগ থেকে পরিচিত। তথাপিও গবাদি পশুর রোগ নিয়ন্ত্রনের জন্য গণনাহীন পশু পাখি হত্যা করা বা মাটিতে পুঁতে ফেলা এবং এই রোগের ভাইরাস মানবদেহে ছড়িয়ে পড়ার অভিজ্ঞতা এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জন্য প্রায় নতুন বলা চলে। বার্ড ফ্লুর সংক্রমণ যেমন সর্বপ্রথম পাওয়া যায় গাজীপুরের একটি বানিজ্যিক খামারে তেমনি ভাবে এ্যানথ্রাক্স এর সংক্রমণও সর্বপ্রথম দেখা যায় পাবনা সহ দেশের উত্তরাঞ্চলীয় জেলা শহর সমূহ যেগুলিতে বানিজ্যিক ভাবে গবাদিপশুর চাষ হচ্ছে। তাই ভেবে দেখার সময় এসেছে অতি বানিজ্যকীকরণ না আবার আমাদের দেশীয় গৃহপালিত হাঁস, মুরগী ও গরু - ছাগলের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাড়ায়। খুবই সম্প্রতি দি ডেইলী স্টারে প্রকাশিত এক সচিত্র প্রতিবেদনে দেখা যায় রাজধানী ঢাকার হাজারীবাগ ট্যানারী এলাকায় গবাদি পশুর চামড়া থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া চর্বি ও মাংস দিয়ে মুরগীর খাদ্য তৈরী হচ্ছে। যা পরবর্তীতে মানব দেহের হুমকির কারণ হতে পারে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। গুড়ো দুধে মেলামিনের অস্তিত্ব পাওয়ার পর আন্তর্জাতিক ভাবে পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায় চীন দেশে তৈরীকৃত পৌষ্টাদ্যে এক ধরনের প্লাষ্টিক এর অস্তিত্ব রয়েছে যা মানব দেহের জন্য চরম হুমকী স্বরুপ। তাই এই দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর পক্ষ হতে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আকুল আবেদন দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠির চাহিদা পূরণের জন্য বানিজ্যিক চাষাবাদের কোন বিকল্প নেই কিন্তু এই বানিজ্যিক পদ্ধতি যেন আবার বুমেরাং হয়ে না দাড়ায় সেদিকে সকলের নজর দেওয়া উচিত। প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি সময়ের দাবী হলেও মানব স্বাস্থ্যের জন্য হুমকী হতে পারে এই ধরনের যে কোন পদ্ধতি ও আমদানী পরিহার করাও সকলের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। মাছে ফরমালিন মেশানো যেমন মাছ সংরক্ষণের কোন উপায় হতে পারেনা তেমনি হাজারীবাগ ট্যানারী এলাকায় মুরগীর খাদ্য তৈরী করে দেশের জন্য পুষ্টি চাহিদা সরবরাহ কোন গ্রহণযোগ্য সমাধান হতে পারেনা।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ

sami@ghashful-bd.org

সেপ্টেম্বর' ২০০০, বিশ্ব নেতৃবৃন্দ মিলিত হলেন নিউইয়র্কের জাতিসংঘ সদর দপ্তরে, ঘোষনা হল সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য। তাঁরা অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন বৈশ্বিক সম্পর্কোন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্যকে হাতের মুঠোয় আনতে। নির্ধারণ করা হলো এক গুচ্ছ লক্ষ্য মাত্রা সেই সাথে বেঁধে দিলেন নির্মিষ্ট সময়সীমা, ২০১৫। ঘোষণার এক দশক পার হতে চলছে, সময় এসেছে বিচার বিশ্লেষণের, কতটুকু অর্জন, অর্জনের পথে বাঁধা এবং এর প্রেক্ষিতে করণীয়। সহস্রাব্দ উন্নয়ন ঘোষণায় ৮ টি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। যেখানে একটি জাতিগোষ্ঠীর মানব সত্ত্বা নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য সকল মৌলিক বিষয়কে সংযুক্ত করা হয়েছে। মানব জাতির উন্নয়নে ম্যাগনাকার্টা বলে বিবেচিত এই ঘোষণার সাথে বাংলাদেশও একাত্মতা ঘোষণা করেছে। বিগত এক দশক ধরে লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের কার্যক্রমের পরিমাপের নিক্তি কোন দিকে ভারী? সাফল্য না ব্যর্থতা? প্রথম লক্ষ্য "চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূরীকরণ" এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কার্যক্রম সঠিক পথ ধরে এগুচ্ছে বলেই আমরা বিবেচনা করতে পারি। ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার শতকরা ২৯ ভাগে নামিয়ে আনার যে ঘোষনা দেওয়া হয়েছিল ভিত্তি বছর ১৯৯০ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল ৫৬.৯ ভাগ। ২০০৯ সাল নাগাদ এই হার এসে দাড়িয়েছে ৩৮.৭ ভাগ। তবে বেকারত্ব দূরীকরণ, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভোগ অনুপাত এখনো লক্ষিত হিসাবের অনেক নিচে অবস্থান করছে। দারিদ্র্যের আঞ্চলিক বিভাজন, ক্রমবর্ধিত অসমতা দারিদ্র্য বিমোচনে ভারসাম্যহীনতা তৈরী করেছে। উন্নয়ন কর্মসূচীতে সমন্বয়হীনতা, কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, পণ্য উৎপাদনে বহুমাত্রিকতার ঘাটতি, মারাত্মক শিশু পুষ্টি হীনতা এবং যথাযথ ও কার্যকর ভাবে লক্ষিত জনগোষ্ঠি নির্বাচনে দূর্বলতা দারিদ্র দূরীকরণে এখন আমাদের সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছে। দ্বিতীয় লক্ষ্য "সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা" অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগতি মোটামুটি সন্তোষজনক। ১৯৯০ - ২০০৮ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬০.৫ ভাগ থেকে ৯১.৯ ভাগে এসে দাড়িয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৩ - ৫৪.৯ এবং ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী নাগরিকদের মধ্যে শিক্ষার্থীর হার বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৬.৯ থেকে ৫৮.৯ পর্যন্ত। প্রাথমিক শিক্ষা বিতরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে এনজিও সমূহ এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। বিশেষ করে এনজিও সমূহ কর্তৃক পরিচালিত উপ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম সরকারের কাংখিত লক্ষ্য অর্জনে বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছে। তবে লক্ষ্য অর্জনে আমাদের যেতে হবে আরো অনেক দুর। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে শিক্ষা সেবা পৌছানো, প্রাথমিক সেবার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং কিশোর ও বয়স্ক শিক্ষার আওতাবৃদ্ধি ও গুনগত মান নিশ্চিত করা লক্ষ্য অর্জনে মূল্য বাধা হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। তবে শিক্ষা ক্ষেত্রে লক্ষ্য অর্জনে সহযোগিতা প্রদান করার ক্ষেত্রে দাতা রাষ্ট্র গুলিও যে পিছিয়ে রয়েছে তা ইতিমধ্যে বিভিন্ন দাতা সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ স্বীকার করে নেওয়ার পাশাপাশি প্রতিশ্রুত সাহায্য প্রদানের অঙ্গীকার পূরণের আহ্বান জানিয়েছেন। তৃতীয় লক্ষ্য জেন্ডার সমতা ও ক্ষমতায়ন এর ক্ষেত্রে ১৯৯০ সালে ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত ছিল ৭৬:২৪। যা ইতিমধ্যেই সমতা অর্জন করতে যাচ্ছে। তবে সমতার সুফল ঘরে তোলার জন্য বাল্য বিবাহ, নারী নির্যাতন, স্বামী পরিত্যাক্তা, পাচার হওয়া, ইভ টিজিং এর মত বিষয়গুলি থেকে আমাদের কিশোরী ও নারীদের দ্রুত নিস্তারের ব্যবস্থা করতে হবে। চতুর্থ লক্ষ শিশু মৃত্যু রোধে বাংলাদেশের অর্জন চোখে পড়ার মত। ৯০ এর দশকের পর থেকে নবজাতক ও ৫ বছরের নীচে শিশু মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯১ সালে সমন্বিত টিকা কার্যক্রমের আওতাভুক্ত শিশুর সংখ্যা ছিল ৫৪ ভাগ ২০০৯ সালে এসে দাড়িয়েছে ৮৪ ভাগে। পঞ্চম লক্ষ্য "মাতৃ স্বাস্থ্যের উন্নতি" অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগতি চোখে পড়ার মত। ১৯৯০ - ২০০৫ মেয়াদে মাতৃমৃত্যুর হার ৪০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। যা পরবর্তী ৪ বছরে এসে দাড়িয়েছে প্রতি লাখে ৩৫০ জনে। দক্ষ ধাত্রীর সহায়তায় শিশু জন্মের ব্যবস্থা ও প্রসূতি পূর্ব স্বাস্থ্য সচেতনতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতি গ্রহনের হার বৃদ্ধি পেয়ে ৪০ ভাগ থেকে এসে দাড়িয়েছে ৬০ ভাগে। ৬ষ্ঠ লক্ষ্য এইডস, ম্যালেরিয়া সহ অন্যান্য জীবন ঘাতী ব্যাধি রোধ কল্পে বাংলাদেশ সমর্থনযোগ্য অবস্থানে অবস্থান করছে। দারিদ্র, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এই সব সাফল্য সত্যিই প্রশংসনীয়। সাফল্য অর্জনে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ সমূহের মত দেশে কর্মরত এনজিও সমূহ কৃতিত্বের দাবী রাখে। বিশেষ করে তৃণমূল জনগোষ্ঠির মাঝে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারী মাঠ কর্মীদের পাশাপাশি এনজিও নিযুক্ত উন্নয়ন কর্মীদের অবদানও চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। নোংরা ও আবর্জনার মাঝে গড়ে উঠা শহরের বস্তিগুলিতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রদানের যে অঙ্গীকার নিয়ে উন্নয়ন কর্মীরা যাত্রা শুরু করেছিল শত (বাকী অংশ ৭ এর পাতায়)

রাত্রি আচ্যার্য এর সাফল্যের সিঁড়ি ঘাসফুল

হাটহাজারী উপজেলার অর্ন্তগত ফতেয়াবাদ গ্রামের আচার্য্য পাড়ায় বসবাসরত এক সফল নারীর নাম রাত্রি আচার্য্য। রাত্রির বাবা দীপক আচার্য্য খুব বেশী ধণাঢ্য না হলেও এক জন স্বচ্ছল কৃষক। তদুপরি বিয়ের আগ থেকে রাত্রি নিজেকে স্বনির্ভর করে তোলার বাসনা পোষণ করতো। সেই ভাবনা থেকেই রাত্রি ২০০৬ সালে পিকেএসএফ এর উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ঘাসফুল সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের সদস্য হয়ে ঘাসফুল গ্রামীন ক্ষুদ্র ঋণের আওতায় ৬ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে। উক্ত অর্থ দিয়ে রাত্রি একটি সেলাই মেশিন ক্রয়ের মাধ্যমে প্রথম বারের মত আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের সাথে নিজেকে যুক্ত করে। আমাদের দেশে কৃষি কাজের বাইরে এসে অনেক নারী এই সেলাই কাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে সফল হয়েছেন। তার উপর চিন্তা চেতনার দিক থেকে আচার্য্য পরিবারের মেয়েটি ছিল এলাকার অন্য নারীদের চেয়ে এক ধাপ এগোনো। প্রথম দফায় ঋণ নেওয়ার পর থেকে তাকে আর পিছে ফিরে তাকাতে হয়নি। ৬ থেকে ১০, ২০, ২৫---। ঘাসফুল ৬ নং সমিতির ৩ নং সদস্য রাত্রি গত ৫ বছরে দফাওয়ারী মোট ১ লক্ষ ২ হাজার টাকা ঋণ সহায়তা হিসেবে গ্রহণ করে। প্রথম ৩ বছর অর্জিত অর্থ দিয়ে কিস্তি পরিশোধের পাশাপাশি সঞ্চয় করাই ছিল তার মনোবৃত্তি। ফি বছর সেলাই মেশিনের সংখ্যা বৃদ্ধি করে রাত্রির সঞ্চয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেলাই কাজের প্রচুর চাহিদার ফলে কিস্তি পরিশোধ ও একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সঞ্চয় করার পাশাপাশি রাত্রির মিনি সেলাই কারখানায় এলাকার অনেক নারী ও কিশোরীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতো। ২০০৮ সালে রাত্রি কুমারী জীবনের অবসান করে মনোজ শর্মা নামে এক যুবকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ এই যুবক টিউশনি করে কিছু রোজগারের পাশাপাশি চাকুরীর সন্ধান করতো। সেলাই কাজ থেকে রাত্রির আয় এবং মনোজের টিউশনির টাকা দিয়ে তাদের দু জনের সংসার ভালোই চলতো। কিন্তু মনোজের বাবার কিছু দেনা শোধ এবং পেশাগত জীবন নিয়ে মনোজ ভালোই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। এর মধ্যে রাত্রি সেলাই কাজের পাশাপাশি নিজের ব্যবসা আরো সম্প্রসারণের জন্য ঘাসফুল থেকে ৩য় দফায় ৩০ হাজার টাকা ঋণ সহায়তা ও নিজের সঞ্চয়ের অর্থ দিয়ে একটি মোমবাতি তৈরীর ভাইস ক্রয় করে। নিজেদের বাস ঘরের পাশে আর একটি ছোট রুম ভাড়া নিয়ে মোমবাতি তৈরীর ও বাজারজাতকরণের কাজ শুরু করে। চৌধুরীহাট ও ফতেয়াবাদ এলাকা সাম্প্রতিক কালে মোমবাতি তৈরীর জন্য এক ধরনের খ্যাতি অর্জন করেছে। যার ফলে অন্য এলাকা থেকেও ব্যবসায়ীরা পাইকারী দামে মোমবাতি ক্রয়ের জন্য এই এলাকায় ছুটে আসে। যার ফলে শুরু থেকেই এই দম্পতির কাছে প্রচুর অর্ডার আসতো। স্বাভাবিক ভাবেই মনোজ চাকুরীর চিন্তা বাদ দিয়ে পুরোপুরি ব্যবসায় মনোনিবেশ করে। সেলাইয়ের কাজ ও মোমবাতি তৈরীর পাশাপাশি খাতা বাইন্ডিং, কাগজের প্যাকেট তৈরী সহ বিভিন্ন রকম ভাবে ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধি করতে থাকে। এল রাঙ্গা এন্টারপ্রাইজ নামে ট্রেড লাইসেন্স নং - ০১১৭৫৫, তাং ৫-৮-২০০৯, ব্যবসার ধরণ প্রস্তুত কারক, ট্রেড মার্ক- প্রজাপতি মোমবাতি প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মাসিক বেতনের ভিত্তিতে দৈনিক ৮ ঘন্টা করে ৩ জন মহিলা রাঙ্গা এন্টারপ্রাইজে স্থায়ী উৎপাদন শ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত রয়েছে। তাদেরকে মাসে ২ হাজার টাকা করে মজুরি প্রদান করা হয়। ৪ হাজার টাকা বেতনে একজন বিক্রয় কর্মকর্তা ও দৈনিক ২৫০ টাকা করে এক জন ভ্যান চালক নিয়োজিত রয়েছে। রাঙ্গা এন্টারপ্রাইজের সত্ত্বাধিকারী রাত্রির বর্তমান মুলধন ৩ লাখ ৭৫ হাজার টাকা। গ্রামীণ ক্ষুদ্র ঋণের সদস্য হিসাবে যাত্রা শুরু করে মেধাবী এই নারী বর্তমানে ঘাসফুল ক্ষুদ্র উদ্যোগী প্রকল্পের উপকারভোগী। ছোট ছোট সিঁড়ি বেয়েই জীবনের চরম সাফল্য অর্জন সম্ভব বলে সে বিশ্বাস করে। তাই এখনই আরো অনেক বড় পরিসর সৃষ্টির ইচ্ছা রাত্রির নেই। তার বর্তমান লক্ষ্য মোমবাতি তৈরীর জন্য একটি সেমি-অটোমেশিন ক্রয় করা। যাতে উৎপাদনের পরিমাণ হবে বর্তমানের ৯ টি ম্যানুয়েল মেশিনের ৩ গুন। এই স্বপ্নটি পূরণের জন্য অতীতের মত ভবিষ্যতেও ঘাসফুল তার চলার পথের সিঁড়ি হিসেবে থাকবে বলে রাত্রি আচার্য্য বিশ্বাস করে।

এইচআইভি / এইডস প্রতিরোধে সচেতনতা তৈরী ও জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ

এইচ আই ভি ভাইরাসের জন্য ঝুকিঁপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে ভয়াবহ এইডস রোগের হাত থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও সরকারী - বেসরকারী যৌথ উদ্যোগে বিভিন্নরকম কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পরিচালিত কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঝুকিঁপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মাঝে সচেতনতা তৈরী ও জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান। সচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ঘাসফুলের উদ্যোগে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার এইচআইভি ভাইরাসের জন্য ঝুকিঁপূর্ণ সুপারীপাড়া, কামালগেইট, ছোটপোল, বাঘগোনা, মুহুরীপাড়া, পোড়া কলোনী, পার্বতীপাড়া ও পোসাইলডাঙ্গা এলাকায় সচেতনতামূলক ভিডিও শো প্রদর্শন করা হয়। গত জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে ১১৪ টি ব্যাচে ৩ হাজার ১৩২ জন মহিলা ও ২৯৪ জন পুরুষ সহ মোট ৩ হাজার ৪২৬ জনকে পরিচালিত ভিডিও শো কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়। উন্নয়ন সংস্থা ইপসার সহযোগিতায় GFATM ৯১২ RCC রাউন্ডের আওতায় শো সমূহ প্রদর্শিত হয়। পাশাপাশি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের মাঝে জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম উল্লেখিত সময়ে নগরীর স্পোর্টস ওয়্যার, ভ্যালিয়েন্ট, ইউনিটি, সানড্রি এবং এ্যারো ফ্যাশন সহ মোট ৫ টি কারখানায় পরিচালিত হয়। ১৬২ ব্যাচে ২ হাজার ৭১৩ জন মহিলা ও ৫৩১ জন পুরুষ সহ মোট ৩ হাজার ২ শত ৪৪ জন পোশাক শ্রমিককে উক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। "প্রোভাইডিং প্রাইমারী প্রিভেনশন অফ এইচআইভি রিস্ক রিডাকশান থ্রু ওয়ার্ক প্লেইস ইন্টারভেনশন ইন কমিউনিটি" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঘাসফুল উপরোক্ত কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়ন করছে।

এক নজরে গত তিন মাসের (জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০১০) ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রম সমূহ - প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রম

সেবার খাত	সেবার পরিমাণ
ক্লিনিকাল সেবা	১৮৯৩ জন রোগীকে ২১ টি স্থায়ী ক্লিনিক সেশন এবং ৪৩ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক সেশন এর মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।
টিকা দান কর্মসূচী (ইপিআই)	মোট টিকা গ্রহনকারীর সংখ্যা ৬৭৫ জন। এর মধ্যে মহিলা গ্রহীতার সংখ্যা ২০৩ জন এবং শিশু গ্রহীতার সংখ্যা ৪৭২ জন।
পরিবার পরিকল্পনা	মোট গ্রহীতার সংখ্যা ২৫১৭ জন। এদের মধ্যে ৪০১ জন ইনজেকশন, কনডম ৬১৮ জন, পিল ১৪৯০ জন এবং সিটি ০২ জন ও লাইগেশন ও ইম্প্লান্ট (রেফারেল) ৬ জন।
নিরাপদ প্রসব	ঘাসফুলে কর্মরত প্রশিক্ষিত ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে ১৭০ জন নবজাতক নিরাপদে পৃথিবীর আলোর মুখ দেখেছে। তার মধ্যে ৯০ জন ছেলে শিশু এবং বাকী ৮০ জন মেয়ে শিশু।
গার্মেন্টস স্বাস্থ্য সেবা	কর্মএলাকার মোট ৬৮০৩ জন শ্রমিককে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে পুরুষ ১৩৪০ এবং মহিলা ৫৪৬৩ জন।

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা সমূহ

নেস্ট প্রকল্পের সহায়কদের বেসিক ট্রেনিং সম্পন্ন

২ ব্যাচে আলাদা ভাবে বিভক্ত করে নেস্ট (NEST-for the Children at risk) প্রকল্পের ৩৯ জন সহায়কের বেসিক ট্রেনিং গত ২৬ জুন ঘাসফুল ট্রেনিং সেন্টারে শুরু হয়। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় গত ২৬ জুন হতে ৩ জুলাই ১ম ব্যাচ এবং ১০ - ১৫ জুলাই ২য় ব্যাচ সহ মোট ১২ দিনে ৩৯ জন সহায়ককে এনএফই শিক্ষার্থীদের (২য় শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ের) পাঠদান পদ্ধতি সম্পর্কে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী পর্বে প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন ঘাসফুলের উপ পরিচালক মফিজুর রহমান। অংশগ্রহনমূলক পদ্ধতিতে পরিচালিত উক্ত প্রশিক্ষণে সহায়কের দায়িত্ব পালন করেন উন্নয়ন সংস্থা কোডেকের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপক শফিউল্লাহ মজুমদার। সমাপনী পর্বে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী সেশনে বক্তব্য রাখছেন ঘাসফুলের উপপরিচালক মফিজুর রহমান

প্রশিক্ষণের পরিচালনা করছেন কোডেকের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপক শফিউল্লাহ মজুমদার

ঘাসফুল সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের ত্রৈমাসিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত ঘাসফুল সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ত্রৈমাসিক কর্মশালা গত ৩ জুলাই ঘাসফুল ট্রেনিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। মাদারবাড়ী ২, হালিশহর ৫, কাট্টলী ও হালিশহর ১৫ নং শাখার ব্যবস্থাপক, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, শাখা সুপারভাইজার ও ক্রেডিড অফিসারবৃন্দ উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অংশগ্রহণকারীরা সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় সমস্যা ও সম্ভাবনা সমূহ তুলে ধরেন। বিশেষ করে দল গঠন, দল পরিচালনা, আইজিএ বাছাই, খেলাপীর কারণ, ক্ষুদ্র ঋণ বীমার ধরণ সহ বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন। দিন ব্যাপী পরিচালিত কর্মশালায় সহায়কের দায়িত্ব পালন করেন ঘাসফুল লাইভলীহুড বিভাগের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক তাজুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ ব্যাবস্থাপক আবু করিম ছামি উদ্দিন।

ঘাসফুল এনএফপিই কার্যক্রমের সহায়িকাদের বেসিক ট্রেনিং সম্পন্ন

তৃণমুল ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠির শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে ঘাসফুল নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত এনএফপিই কার্যক্রমের সহায়িকাদের বেসিক ট্রেনিং গত ১৪ -১৭ আগষ্ট ঘাসফুল এসডিপি কার্যালয়ে সম্পন্ন হয়। অংশগ্রহণ মুলক পদ্ধতিতে পরিচালিত ৪ দিনের প্রশিক্ষণে পাঠদান পদ্ধতি, এনএফপিই শিক্ষার্থীদের মাঝে ড্রপ আউটের হার কমানো, বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিয়মিতকরণ সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের জোনাল সমন্বয় সভা

সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের জোনাল সমন্বয় সভা ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গত ৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। কার্যক্রমের লক্ষ্য মাত্রা, খেলাপী আদায়, সদস্য সংগ্রহ বৃদ্ধি, কৃষি ঋণ বিতরণ সহ বেশ কিছু দাপ্তরিক বিষয় নিয়ে উক্ত সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ঘাসফুল সহকারী পরিচালক লুৎফুল কবীর চৌধুরী শিমুল, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মো: সেলিম, ঘাসফুল মাদারবাড়ী ৩ নং শাখার ব্যবস্থাপক মো: নাছির উদ্দীন, কালারপোল শাখার ব্যবস্থাপক মো: নাজিম উদ্দীন, পটিয়া সদর শাখার ব্যবস্থাপক মো: মকছুদুল আলম ও আনোয়ারা শাখার ব্যবস্থাপক মো: দিদারুল ইসলাম উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

পিকেএসএফ আয়োজিত প্রশিক্ষণ

ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গত ১১-১৫ জুলাই পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল সরকার হাট শাখার ব্যবস্থাপক বিনয়নন্দ বড়ুয়া এবং আনোয়ারা শাখার ব্যবস্থাপক দিদারুল ইসলাম ৫ দিনের এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

গত ২৪-২৭ জুলাই আর্থিক হিসাব ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ঢাকাস্থ ডিকে ফাউন্ডেশনে অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল কাট্টলী শাখার হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা মিনারা পারভীন ও নিয়ামতপুর শাখার হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা চিত্তরঞ্জন পাল উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

ঢাকাস্থ পিকেএসএফ ভবনে ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গত ৪-৮ আগষ্ট অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল নিয়ামতপুর শাখার সুপারভাইজার মীর মাহবুব আলম এবং পটিয়া সদর শাখার ব্যবস্থাপক মকসুদ আলম উক্ত প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেন।

গত ১৯-২৩ সেপ্টেম্বর পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণে ঘাসফুল মাদারবাড়ী ৬ শাখার সুপারভাইজার ফারহানা আক্তার ও নজু মিয়া হাট শাখার ব্যবস্থাপক মনসুর আলী প্রশিক্ষানার্থী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

BRAC আয়োজিত হিসাব রক্ষণ ও আর্থিক ব্যবস্থপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গত ১৮-২২ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রামের কাজীর দেউরিস্থ ব্র্যাক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আয়োজিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষনার্থী হিসেবে অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল সহকারী পরিচালক স্মৃতি চৌধুরী ও জুনিয়র অফিসার নাসিমা আক্তার রুনা।

PMK ফাউন্ডেশন আয়োজিত প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরী শীর্ষক প্রশিক্ষণ গত ৭ আগষ্ট চট্টগ্রামস্থ প্রত্যাশী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুলের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপক আবু করিম ছামি উদ্দিন ও মনিটরিং অফিসার জহিরুল আহসান সুমন উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করেন।

দিবস পালনের খবর

আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস

"স্বাক্ষরতাই শক্তি স্বাক্ষরতাই মুক্তি" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত ৮ সেপ্টেম্বর সারাদেশ ব্যাপী পালিত হয়ে গেল আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস ২০১০। কর্মএলাকার তৃণমুল জনগোষ্ঠীর মাঝে স্বাক্ষরতা দিবসের আহ্বান ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ঘাসফুল এডোলোসেন্ট সেন্টারের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ২৯ নং ওয়ার্ডের গণকল্যান পরিষদের সভাপতি মোঃ আফসার উদ্দীন আহমেদ এবং কিশোর-কিশোরীদের অভিভাবকদের পক্ষ হতে বক্তব্য রাখেন পারভীন বেগম। পশ্চিম মাদারবাড়ীস্থ ঘাসফুল গণকল্যান এডোলোসেন্ট সেন্টারে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘাসফুল এনএফপিই কার্যক্রমের সহায়িকা তমালিকা। এডোলোসেন্ট সেন্টারের কিশোর কিশোরীদের পরিবেশিত "আমরা শিশু আমাদের ও আছে শিক্ষার অধিকার" সমবেত সংগীত এর মধ্যে দিয়ে উপস্থিত তৃণমুল জনগোষ্ঠি সকলের মাঝে স্বাক্ষরতার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস

জাতিসংঘের কার্যকরী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৮৯ সাল হতে ১১ জুলাই সারাবিশ্বে এক যোগে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালিত হয়ে আসছে। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারো চট্টগ্রাম সহ সারাদেশ ব্যাপী পালিত হয় বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০১০। দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় চট্টগ্রাম বিভাগের উদ্যোগে র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। পরিবার পরিকল্পনা চট্টগ্রাম বিভাগের পরিচালক কাজী মোঃ সফিউল আজমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মসূচীতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিরাজুল হক খান, বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম। র‍্যালীটি বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এর সম্মুখ হতে শুরু হয়ে লায়ন ক্লাব হাপপাতালের সামনে গিয়ে শেষ হয়। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ উক্ত র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করেন। ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সহকারী ও ধাত্রীগণ উক্ত র‍্যালীতে উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় বৃক্ষ রোপন অভিযান ২০১০

হাটহাজারী উপজেলায় জাতীয় বৃক্ষ রোপন অভিযান ২০১০ সফল করার লক্ষ্যে ঘাসফুলের উপ পরিচালক

মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি সহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দ সহ উপস্থিত সকলে নূন্যতম ৩ টি করে গাছের চারা রোপন ও পরিচর্যা করে শপথ করেন। সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হাটহাজারী উপজেলার প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ আইয়ুব মিঞা, পশ্চিম চারিয়া কাজীপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ এইচ এম সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর, পশ্চিম চারিয়া কাজীপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি মৌলানা মোঃ আতিক, প্রধান শিক্ষক মোঃ ইলিয়াছ মিয়া প্রমুখ। প্রধান অতিথি শিক্ষার্থীদের হাতে গাছের চারা তুলে দিয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠী তথা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ হতে ঘাসফুলকে ধন্যবাদ জানান। ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো বাংলাদেশের (বিএটিসিবি) সহযোগিতায় পরিচালিত কর্মসূচীতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মাঝে ২ হাজার ৫ শত গাছের চারা বিতরণ করা হয়। ঘাসফুল সরকারহাট শাখার হাট শাখার ব্যবস্থাপক সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ কর্মসূচী সফল করতে স্কুলের সকল শিক্ষার্থীর হাতে ৪টি করে গাছের চারা তুলে দেন।

পটিয়া উপজেলায় গত ১ যুগের ন্যায় ঘাসফুল পরিচালিত বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ কর্মসূচী - ২০১০ গত ৮ আগষ্ট অনুষ্ঠিত হয়। ব্র্যাকের সহযোগিতায় পরিচালিত ঘাসফুলের ইএসপি শিক্ষার্থী এবং পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় পরিচালিত সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের উপকারভোগি সদস্যদের মাঝে বিনামূল্যে ১ হাজার গাছের চারা বিতরণ করা হয়। ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আবেদা বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে বৃক্ষের উপকারীতা এবং এই বৃক্ষ কিভাবে আমাদের পরিবেশ রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে তা উপস্থিত শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সামনে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ৪ নং কোলাগাঁও ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নুর আলী চৌধুরী, লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মানিক কিশোর মালাকার, ব্র্যাক ইএসপি প্রোগ্রামের রিজিওনাল ম্যানেজার জনাব নবাব শরীফ, কালারপোল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ শরীফুল ইসলাম, স্থানীয় সবুজবাগ কিন্ডারগার্টেন এর অধ্যক্ষ আব্দুল করিম আনছারী, ও সমাজসেবক মোঃ আব্দুস সালাম প্রমুখ। সভায় বক্তারা এই ধরনের মহতী উদ্যোগের জন্য ঘাসফুলকে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি বিতরণকৃত চারা সমূহ যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ ও পরিচর্যা করার জন্য উপস্থিত ঘাসফুল শিক্ষার্থী, অভিভাবক, উপকারভোগী মহিলা তথা স্থনীয় জনগোষ্ঠীর নিকট আহ্বান জানান। ঘাসফুল কালারপোল শাখার ব্যবস্থাপক সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ইএসপি কর্মসূচীর কর্মকর্তাবৃন্দের সার্বিক সহযোগিতায় সভায় আগত উপকারভোগীবৃন্দ সুশৃংখল ও সারিবদ্ধ হয়ে অতিথিদের কাছ থেকে গাছের চারা গ্রহণ করেন।

আনোয়ারা উপজেলার স্কুল শিক্ষার্থী এবং ঘাসফুলের উপকারভোগী মহিলাদের মাঝে বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ কর্মসূচী গত ১১ আগষ্ট সম্পন্ন হয়। আনোয়ারা বহুমুখী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন এডভোকেট আব্দুল জলিল চৌধুরী স্মৃতি মিলনায়তনে উক্ত চারা বিতরণ কর্মসূচীতে ২ হাজার ৫ শত ফলজ,বনজ ও ঔষধি জাতের গাছের চারা বিতরণ করা হয়। চারা বিতরণের পাশাপাশি কর্মএলাকায় বৃক্ষ রোপন ও পরিচর্যায় ব্যাপক জনসম্পৃক্ততা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু দিমার স্বাগত বক্তব্যের রেশ ধরে উক্ত আলোচনা সভায় বৃক্ষ রোপনের উপকারীতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আনোয়ারা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ নাসির উদ্দিন। স্কুল শিক্ষার্থীদের নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনায় সন্তোষ প্রকাশ করে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কলামিষ্ট শেখ ফরিদুল আলম ও আনোয়ারা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক

মোঃ নুরুল হক চৌধুরী। সভায় বক্তারা আশা প্রকাশ করে বলেন এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে চারা গ্রহণকারীদের মধ্যে বৃক্ষ রোপনের যে অভ্যাস গড়ে উঠবে তা এলাকায় সামাজিক বনায়ন সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আবেদা বেগম কর্মসূচী সফল করার জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও অতিথিবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এক নজরে ঘাসফুল সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম

৩০ সেপ্টেম্বর ২০১০ পর্যন্ত

খাতের নাম	সদস্য	ঋণী সদস্য	সঞ্চয় স্থিতি (টাকা)	ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ(টাকা)	ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ আদায় (টাকা)	ঋণ স্থিতি (টাকা)
নগর ক্ষুদ্র ঋণ	২০৩৫৪	১৫২৫৮	৯১৯৬৪৮৯৪	১৫৩১২০৪০০০	১৩৯৬৯৪০৪৮৩	১৩৪২৬৩৫১৭
গ্রামীণ ক্ষুদ্র ঋণ	১১৫৭৬	৮৯৯৫	২৬৯১০১৬৬	৪০২০৮১০০০	৩৩৬৮৭৮২১৭	৬৫২০২৭৮৩
ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণ	১৮৫৫	১৫৭১	৩৬৮২৭৪৪০	৩৭২৩৪৬০০০	৩১৯৬৩২৪২৫	৫২৭১৩৫৭৫
দৈনিক ঋণ	২৪৮৪	১৫৬৫	১১৮৬৪৪৭	১৫৩৯০১৪০০	১৩৮৩২৫১৬৯	১৫৫৭৬২৩১
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ	৪০	৩৯		৪৯৯০০০০	৪৯২১০০৩	৬৮৯৯৭
অতি দরিদ্র ঋণ	১০৪	৯৪	৯১৬১০	২৩৮২০০০	২২০৫৪৫৭	১৭৬৫৪৩
কৃষি ঋণ	৩৩৭	২৮০	৬৬৯৬০২	৭১৬৯০০০	৩১৩৪২৭৬	৪০৩৪৭২৪
সর্বমোট	৩৬৭১০	২৭৭৭৩	১৬৭৬৫০১৫৯	২৪৭৪০৭৩৪০০	২২০২০৩৭০৩০	২৭২০৩৬৩৭০

বীমা দাবী পরিশোধ

ঘাসফুল উপকারভোগীদের আর্থিক ঝুঁকি কমানোর লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণের বিপরীতে বীমা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় ঘাসফুলের কোণ ঋণী সদস্য অথবা সদস্যের আইজিএ পরিচালনাকারী ব্যক্তি মারা গেলে ঋণের অপরিশোধিত কিস্তির সমুদয় অর্থ ঘাসফুল বীমা তহবিল হতে পরিশোধ করা হয়। গত ৩ মাসে (জুলাই -সেপ্টেম্বর ২০১০) ১ লক্ষ ৮২ হাজার ১ শত ৫০ টাকা ঘাসফুল বীমা তহবিল হতে পরিশোধ করা হয়। ঘাসফুল মাদারবাড়ী ১, ২ , ৩, ৪, ৬, কাপ্তাই, পটিয়া সদর, হালিশহর ১৫ এবং নওগাঁ শাখার মোট ১১ জন আইজিএ প্রধান মৃত্যুবরণ করেন। তাঁদের বিপরীতে ঋণ স্থিতির পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। পাশাপাশি বিগত ৩ মাসে মাদারবাড়ী ২, হালিশহর ৫ ও নওগাঁ শাখার ৩ জন উপকারভোগী মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁদের ঋণস্থিতির পরিমাণ ছিল ৭২ হাজার ১ শত ৫০ টাকা। পলিসি অনুসারে সমুদয় অর্থ ঘাসফুল বীমা তহবিল হতে পরিশোধ করা হয়।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য

(৩য় পাতার পর) বাঁধা বিপত্তি ডিঙ্গিয়েও তাঁরা দায়িত্ব পালন থেকে সরে আসেনি। সীমিত আয়ের,স্বল্প সম্পদ ও দাতা সাহায্য নির্ভর বাংলাদেশের উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রাকে কাংখিত পর্যায়ে পৌঁছাতে হলে সরকারের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের পাশাপাশি উন্নয়ন সংস্থা সমূহকে আরো বেশী করে কাজে লাগাতে হবে। উন্নত দেশ গুলিকে উন্মোচন করতে হবে শর্তহীন সাহায্যের দ্বার। মুক্ত বানিজ্য ও গ্লোবালাইজেশনের কথা বলে অনুন্নত দেশ সমূহ শিল্পোন্নত দেশের বাজারে পরিণত হচ্ছে কিন্তু সৌদি আরবে আজ যে তেল উঠছে কিংবা আমেরিকার স্বর্ণ খনি থেকে যে সম্পদ আহরণ করা হচ্ছে সে সম্পদে ঢাকার কমলাপুর বস্তিতে জন্মগ্রহণকারী শিশুটির অধিকার নিশ্চিত হচ্ছেনা। যদিও অষ্টম লক্ষ্য ' উন্নয়নের লক্ষ্যে বৈশ্বিক সম্পোর্কন্নয়ন' এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অবিশ্বাস্য রকমের দক্ষতা অর্জন করেছে। রপ্তানী ও বৈদেশিক রেমিট্যান্স এর দ্বারা বৈশ্বিক জনগোষ্ঠির সাথে সম্পর্কোন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করেছে বৈশ্বিক সম্পোর্কন্নয়ন। উন্নয়ন খাত ও বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগে বাংলাদেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রায় ঘোষিত ৮ টি প্রধান লক্ষ্যের মধ্যে সপ্তম লক্ষ্য " পরিবেশের টেকসহিতা নিশ্চিতকরণ" এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে এবং এই ক্ষেত্রে বিপদাপন্নতা ভবিষ্যতে আরো বৃদ্ধি পাবে যাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। বিশ্ব বিবেক আজ দাবী তুলেছে ক্ষতিপূরণের। উন্নত বিশ্বগুলোর সম্পদের উপর আমাদের নাগরিকদের কোন ধরনের অধিকার না থাকলেও কার্বন নিস্মরণের ক্ষতিকর প্রভাবের কারণে বাংলাদেশের অবস্থান চরম ঝুকিঁপূর্ণ। ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সাগরের পানির স্তর বৃদ্ধি সহ আবহাওয়ার অন্যান্য নেতিবাচকতাকে ভ্রুকুটি করে পরিবেশের টেকসহিতা অর্জনের স্বপ্ন আষাঢ়ের গল্প বলে বিবেচিত হবে। সহস্রাব্দ ঘোষণার সকল লক্ষ্যই বিফলে যেতে বাধ্য যদিনা পরিবেশের বৈরীতার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে না পারি। তবে সব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ২০১৫ সালের জন্য অংকিত সোনালী স্বপ্ন আমরা ছিনিয়ে আনতে পারব সেই বিশ্বাস জাতি হিসেবে আমাদের মাঝে সৃষ্টি করতে হবে। আমরা পারবই এই বিশ্বাস নিয়ে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে আরো ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নিজেদের নিয়োজিত করতে হবে। সকল সন্দেহ ও অবিশ্বাসের অবসান করে আবার নতুন করে দ্রুত কাজ শুরু করতে হবে। পৃথিবী খুব দ্রুত এগিয়ে চলছে। ১৯৯১-২০১৫ ক্যালেন্ডারের বিচারে প্রায় সিকি শতাব্দী। এই সময়ের ভিতর ছোট এই ভূখন্ডের অধিবাসীদের জন্য নূন্যতম মৌলিক মানবাধিকারের নিশ্চয়তা তৈরী করতে না পারা হবে এই জাতির জন্য দূর্ভাগ্য জনক!

ঘাসফুল বার্তা
বর্ষ ৯, সংখ্যা ৩, জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০১০

নেস্ট প্রকল্প পরিদর্শনে ডিএফআইডি প্রতিনিধি

নেস্ট প্রকল্পের ঘাসফুল কার্যালয়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে মতবিনিময় করছেন ডিএফআইডি প্রতিনিধি নাবেদ আহমেদ চৌধুরী (ডান থেকে ৩য়)

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ২৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব সাহিদুল আলমের সাথে মতবিনিময় করছেন ডিএফআইডি প্রতিনিধি

আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা ডিএফআইডি (ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভলাপমেন্ট) এর স্যোশাল ডেভলাপমেন্ট এডভাইজার নাবেদ আহমেদ চৌধুরী নেস্ট প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনের লক্ষ্যে প্রকল্পের ঘাসফুল কার্যালয়ে এলে ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী আফতাবুর রহমান জাফরী, সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা, প্রকল্পের সমন্বয়কারী সহ প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ ডিএফআইডি প্রতিনিধিকে স্বাগত জানান এবং প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন। কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনের লক্ষ্যে তিনি প্রকল্পের আওতাভূক্ত পশ্চিম মাদারবাড়ীস্থ কদমতলী ঘাসফুল কৃষ্ণচূড়া স্কুল পরিদর্শন করেন। শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শনের পাশাপাশি তিনি প্রকল্প এলাকার নবনির্বাচিত কাউন্সিলর সাহিদুল ইসলাম টুলু ও কাঠ ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি জহুর আহমদ সহ বিভিন্ন পেশাজীবি সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে প্রকল্পের আওতাভূক্ত কর্মজীবি শিশুদের ঝুকিপূর্ণ শিশু শ্রম থেকে সরিয়ে আনার ব্যাপারে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময় এবং পরিদর্শনে ডিএফআইডির স্যোসাল ডেভলাপমেন্ট এডভাইজার নাবেদ আহমেদ চৌধুরী বলেন- সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের সেবায় এলাকার বিত্তশালী এবং সমাজের সচেতন ব্যক্তিরা এগিয়ে এসে শিশুদের আত্মনির্ভশীলতায় অবদান রাখলে সুন্দর সমাজ গড়া সম্ভব। তিনি শিশুদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত না করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের প্রকল্প ব্যবস্থাপক জাফরুল হাসান ডিএফআইডি প্রতিনিধির সাথে উপস্থিত ছিলেন।

ক্ষুদ্র পণ্য প্রদর্শনী ও মেলা - ২০১০

ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের উদ্যোগে আয়োজিত ক্ষুদ্র পণ্য প্রদর্শনী ও মেলা ২০১০ গত ৪ আগষ্ট চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে

মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র আলহাজ্ব এম মনজুর আলম

শুরু হয়। ঘাসফুল সেলাই প্রকল্পের তৈরীকৃত বিভিন্ন পন্য সামগ্রী ঘাসফুল স্টলে প্রদর্শিত হয়। ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের এডিপি ম্যানেজার (চট্টগ্রাম) প্রদীপ দি কস্তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের নব নির্বাচিত মেয়র এম মনজুর আলম। ঘাসফুল সেলাই প্রকল্পের তৈরীকৃত ব্যাগ, শাড়ীতে ব্লক প্রিন্ট, কুশন ও নকশী কাঁথা মেলায় আগতদের নজর কাড়তে সক্ষম হয়। সমাজের তৃণমুল পর্যায়ের নারীদের তৈরীকৃত পণ্য সামগ্রী যথাযথ ভাবে বাজারজাত করে তাদেরকে পন্য তৈরীতে উৎসাহ যোগানোর লক্ষ্যে ঘাসফুল সেলাই প্রকল্পের তৈরীকৃত পণ্য সামগ্রী মেলায় ঘাসফুল স্টলে প্রদর্শন করা হয়। উদ্বোধনী সভা শেষে মাননীয় প্রধান অতিথি ঘাসফুল স্টল পরিদর্শন করেন। ৭ সেপ্টেম্বর মেলার কার্যক্রম শেষ হয়।

উপদেষ্টা মন্ডলী
ডেইজী মউদুদ
হাফিজুল ইসলাম নাসির
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)
সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি
আফতাবুর রহমান জাফরী
সম্পাদক
শামছুন্নাহার রহমান পরাণ
নির্বাহী সম্পাদক
জহিরুল আহসান সুমন
সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
আনজুমান বানু লিমা
লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল

আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস পালিত

"জানার অধিকার আপনার মানবাধিকার" শীর্ষক আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১০ গত ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও পালিত হয়। র‍্যালী, আলোচনা সভা এবং শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড় গুলিতে মাইকিং, লিফলেট বিলি সহ বিভিন্ন রকম সচেতনতা সৃষ্টি মূলক কর্মসূচী আয়োজনের মধ্যে দিয়ে চট্টগ্রামে এই দিবসটি পালন করা হয়। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় পরিচালিত নেস্ট প্রকল্পের উদ্যোগে এই দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। র‍্যালীটি জামালখান ড. খাস্তগীর স্কুলের সামনে থেকে শুরু হয়ে চেরাগী পাহাড় মোড় ঘুরে প্রেস ক্লাব সম্মুখ স্থলে এসে শেষ হয়। ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা র‍্যালীর উদ্বোধনকালে তথ্য অধিকার বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি আহ্বান জানান। র‍্যালীতে চট্টগ্রামে কর্মরত এনজিও এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। শিশু শিক্ষার্থী ও প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ সহ ঘাসফুল শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ র‍্যালীতে যোগ দেয়।

প্রকাশনা : ঘাসফুল, ৪৩৮, মেহেদীবাগ রোড, চট্টগ্রাম। ফোন: ২৮৫৮৬১৩, ফ্যাক্স: ২৮৫৮৬২৯, মোবাইল : ০১১৯৯ ৭৪১১৬৬
ই-মেইল : ghashful@ghashful-bd.org ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org